বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

দ্বাদশ শ্রেণি

লেসন প্লান-০৯

সমাজবিজ্ঞান [প্রথম পত্র]

তৃতীয় অধ্যায়: সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

পাঠ- ১,২: ইবনে খালদুন

মডেল প্রশ্ন-০১

চৌদ্দ শতকের একজন মুসলিম মনীষী সর্বপ্রথম মানুষ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞানের অভাববোধ করেন। তিনি মনে করেন, সংহতি মানুষের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে। তার মতে স্থায়ী বাসিন্দাদের থেকে যাযাবরদের মধ্যে একতার শক্তি বেশি।

গ) উদ্দীপকে নির্দেশিত মনীষীকে সমাজবিজ্ঞানের আদি পিতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উক্ত সমাজবিজ্ঞানীর রাষ্ট্র সম্পর্কিত মতবাদ আলোচনা করো।

উত্তর

 # জ্ঞান: ★ সমাজবিজ্ঞানের আদি জনক বলা হয় ইবনে খালদুনকে।

★ আল-উমরান শব্দের অর্থ, সংস্কৃতি বিজ্ঞান।

★ ইবনে খালদুন গবেষণা ক্ষেত্রে Verstehen বা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

★ ইবনে খালদুনের বিখ্যাত বইয়ের নাম, কিতাব আল ইবার। এর প্রথম খন্ডের নাম, আল মোকাদ্দিমা।

 # অনুধাবন:

★ আসাবিয়া: আসাবিয়া একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো সংহতি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Solidarity । ইবনে খালদুনের মতে, আসাবিয়া বা সংহতির কারনে মানুষ একসাথে বসবাস করে। এই সংহতি বা সামাজিক বন্ধন কোন সমাজে কম আবার কোন সমাজে বেশি। ইবনে খালদুনের মতে, মানুষের মধ্যে আসাবিয়া বা সংহতি বা সামাজিক বন্ধন তৈরি হয় কিছু বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। যেমন; রক্ত, ধর্ম বা বিশ্বাস, ভাষা, একই অঞ্চলে বসবাস, একই পেশায় নিয়োজিত থাকা।

 # প্রয়োগ: গ) উদ্দীপকে নির্দেশিত মনীষী হলেন ইবনে খালদুন।

★ **ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞানের আদি পিতা:** ইবনে খালদুন চৌদ্দ শতকের দিকে মানুষের জন্য আলাদা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি "কিতাব আল ইবার" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি তিন খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডের নাম "আল উমরান"। এখানে তিনি মানুষের সমাজ- সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি সামাজিক সংহতি বা আসাবিয়া নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি সমাজ বা রাষ্ট্রের উত্থান- পতন নিয়েও আলোচনা করেছেন। যা তার পূর্বে এত বিস্তারিতভাবে কেউ আলোচনা করেনি। তাই ইবনে খালদুনকে সমাজবিজ্ঞানের আদি পিতা বলা হয়।

★ **<u>ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রতত্ত্ব :</u>** ইবনে খালদুনের মতে, সমাজ সৃষ্টি হয় আসাবিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে। আসাবিয়া শব্দের অর্থ সামাজিক সংহতি বা সামাজিক বন্ধন। রক্ত, ধর্ম, ভাষা, পেশা, একই অঞ্চলে বসবাস করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে আসাবিয়া সৃষ্টি হয়। তাঁর মতে, শহরবাসীদের তুলনায় যাযাবরের মধ্যে আসাবিয়া বেশি। আর যাদের মধ্যে আসাবিয়া বেশি তারা যাদের মধ্যে আসাবিয়া কম তাদের পরাজিত করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের বয়স হলো ১২০ বছর। প্রথম ৪০ বছর উত্থানের, পরের ৪০ বছর উন্নতির, পরের ৪০ বছর ভোগের। এর পর রাষ্ট্রের পতন ঘটে এবং অন্য কেউ রাষ্ট্র দখল করে নতুন রাষ্ট্র গঠন করে। এটিকে ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রতত্ত্ব বলা হয়।

মডেল প্রশ্ন-০২

একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে সম্ভব হয়নি। যদিও সমাজ সম্পর্কিত চিন্তার ইতিহাস সমাজের মতই অতি প্রাচীন এবং দীর্ঘদিনের।সমাজবিজ্ঞান একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠার পিছনে যে সমস্ত চিন্তাবিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে অন্যতম।তিনি ১৯৭৮ সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন।

গ) উদ্দীপকে যে সমাজবিজ্ঞানীর কথা বলা হয়েছে তাকে সমাজবিজ্ঞানের আদি পিতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) উক্ত সমাজবিজ্ঞানীর সমাজ বিকাশের যে তিনটি স্তরের কথা বলেছেন তা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

 # অনুধাবনঃ

খ) অগাস্ট কোঁৎ কে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন?

★অগাস্ট কোঁৎ ১৮৩৯ সালে সর্বপ্রথম Sociology শব্দটি ব্যবহার করেন।তিনি মানুষের চিন্তা-চেতনা,জ্ঞানের সকল শাখা ও পৃথিবীর সকল শাখা ও পৃথিবীর সকল সমাজের বিকাশের তত্ত্ব প্রদান করে। তিনি সমাজ বিকাশের জন্য আলাদা বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তোলে ধরেন।এবং যে বিজ্ঞানের নাম Sociology বা সমাজবিজ্ঞান নামে অভহিত করেন।তাই অগাস্ট কোঁৎ কে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

★অগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞানকে সোশাল স্ট্যাটিকস ও সোশাল ডায়নামিকস এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। সোশাল স্ট্যাটিকদের বিষয়বস্তু সমাজকাঠামো তথা সমাজকাঠামোর স্তিতি ও ঐক্যের অনুসন্ধান এবং সোশাল ডায়নামিকস মানব সমাজের পরিবর্তন ও প্রগতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের অধ্যায়ন ও অনুসন্ধান।

★ **আসাবিয়াঃ** আসাবিয়া আরবি শব্দ যার অর্থ সামাজিক সংহতি।ইংরেজিতে বলা হয় Social Solidarity।ইবনে খালদুনের মতে রক্ত,জাতি, ধর্ম,ভাষা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে সমাজে এক ধরনের বন্ধন তৈরি হয়।এই বন্ধনই হল আসাবিয়া বা সামাজিক সংহতি।তাঁর মতে এই আসাবিয়ার উপর ভিত্তি করে মানুষ রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে।রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করে। যেমন আমরা বাঙ্গালীরা স্বাধীন বাংলাদেশ লাভ করেছি।

প্রয়োগ-

গ) ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞানের আদি পিতাঃ আমরা জানি অগাস্ট কোঁৎ ১৮৩৯ সালে সর্বপ্রথম Sociology শব্দটি ব্যবহার করেন।এবং তিনি সমাজ গবেষণার জন্য আলাদা বিজ্ঞানের কথা ও বলেন। অগাস্ট কোঁৎ এর সেই বিজ্ঞানটি হল Sociology বা সমাজবিজ্ঞান।কিন্তু অগাস্ট কোঁৎ এর অনেক আগে ইবনে খালদুন আল-উমরান নামের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যেখানে মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, সামাজিক সংহতি ও রাষ্ট্র গঠনের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। তাই ইবনে খালদুনকে সমাজবিজ্ঞানের আদিপিতা বা প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

উচ্চতর দক্ষতা-

ঘ) ত্রয়স্থরের সূত্রঃ সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁৎ এর মতে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞানের সকল শাখা এবং পৃথিবীর সকল সমাজ তিনটি স্তর অতিক্রম করে উন্নতি লাভ করে বা বিকাশ লাভ করে।এই তিনটি স্তর হল- ধর্মীয় যুগের স্তর,অধিবিদ্যাগত স্তর, দৃষ্ট বাদী স্তর। অগাস্ট কোঁৎ এর সমাজ বিকাশের এই তিনটি স্তরই ত্রয়স্থর নামে পরিচিত। তার মতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি,জ্ঞানের সকল শাখা ধর্মতত্ত্বগত স্তর থেকে উন্নতি লাভ করে অধিবিদ্যাগত স্তর হয়ে দৃষ্টবাদী স্তরে আসে।

মডেল প্রশ্ন-০৩

পাঠ- ৭,৮: এমিল ডুর্খেইম

দৃশ্যপট-১: যৌতুকের দাবি মেটাতে না পেরে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা আরশাদ আলী আত্মহত্যা করেন।

দৃশ্যপট-২: শেয়ার মার্কেটে হঠাৎ ধস নামায় দিদার চৌধুরী সর্বস্ব হারিয়ে আত্ম হননের পথ বেছে নিয়েছেন।

দৃশ্যপট-৩: মতিন সাহেব মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে দেশ মাতৃকাকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।

গ) মতিন সাহেবের জীবন বিসর্জন দেয়াকে তুমি ডুর্খেইম বর্ণিত কোন ধরনের আত্মহত্যার সঙ্গে তুলনা করবে? ব্যাখ্যাকরো।

ঘ) উদ্দীপকের তিনটি আত্মহত্যাই সামাজিক ঘটনার ফল- বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

জ্ঞান:

★ক্রিয়াবাদের জনক এমিল ডুর্খেইম।

★ডুর্খেইমের মতে সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়- সামাজিক ঘটনা।

অনুধাবন:

★আত্মহত্যা: প্রতিটি স্বেচ্ছামৃত্যুইযে মৃত্যুতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ ব্যক্তি জড়িত তাকে আত্মহত্যা বলে। যেমন, কেউ গলায় ফাঁস দিয়ে মারা গেলে তাকে আত্মহত্যা বলে থাকি।

প্রয়োগ:

উদ্দীপকের মতিন সাহেবের দেশ মাতৃকতার জন্য স্বেচ্ছামৃত্যুরপরার্থমূলক আত্মহত্যাকে নির্দেশ করে।

★ **পরার্থমূলক আত্মহত্যা:** যদি কোন ব্যাক্তি অন্যের প্রয়োজনে নিজেকে হত্যা করে তখন তাকে পরার্থমূলক আত্মহত্যা বলে। যেমন, কাউকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে মরে যাওয়া অথবা দেশের জন্য যুদ্ধ করে জীবন দান করা। ডুর্খেইম এই ধরনের আত্মহত্যাকে পরার্থমূলক আত্মহত্যা বলেছেন।

 # উচ্চতর দক্ষতা:

উদ্দীপকের তিনটি আত্মহত্যাই সামাজিক ঘটনার ফল- কথাটি যথার্থ।

★আত্মহত্যা সামাজিক ঘটনার ফল: ডুর্খেইমের মতে, আত্মহত্যা একটি সামাজিক ঘটনা। আত্মহত্যা ব্যাক্তি সংগঠিত মনে হলেও ব্যাক্তি আত্মহত্যা করে থাকে সামাজিক কারণে। মানুষ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে জীবন যাপন করে। এতে কোন সময় যদি মানুষ অন্যের দ্বারা আঘাত পায় কিংবা অন্য কোন কারণে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই মনে করে। তখন সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যেমন, উদ্দীপকের আরশাদ আলী যৌতুকের দাবি মেটাতে না পেরে নিজের বেচে থাকার প্রয়োজন নেই মনে করে। একিভাবে দিদার চৌধুরী ও আত্মহত্যা করে। আবার মতিন সাহেব দেশ রক্ষার জন্য নিজের বেচে থাকার প্রয়োজন নেই মনে করে জীবন বিসর্জন দিয়ে দেয়। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের তিনটি আত্মহত্যাই সামাজিক ঘটনার ফল।

মডেল প্রশ্ন - ০৪

পাঠ- ৯, ১০ : কার্ল মার্কস

'ক' অঞ্চলের কৃষকরা জমিদারের জমিতে কাজ করতে বাধ্য থাকে। জমিদারের অত্যাচারে মাঝে মাঝে কৃষকরা বিদ্রোহ করে উঠে। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করে। এভাবে এক সময় তারা জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে এবং দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে এক সময় জমিদারি ব্যাবস্থা উচ্ছেদ করে।

গ) উদ্দীপকের ঘটনা কার্ল মার্কসের কোন তত্ত্বকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যাকরো।

ঘ) উদ্দীপকের আলোকে "সামাজিক পরিবর্তন" ধারণাটি মার্ক্সের দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

 # জ্ঞান:

★The communist manifesto বইটি কার্ল মার্কস এর লেখা।

★Das Capital কার্ল মার্কসের বিখ্যাত বই।

★উদ্বৃত মূল্য তত্ত্বের প্রবক্তা কার্ল মার্কস।

★দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তত্ত্বের প্রবক্তা কার্ল মার্কস।

★শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের প্রবক্তা কার্ল মার্কস।

অনুধাবন:

★**উদ্বৃত মূল্য তত্ত্ব:** কার্ল মার্কসের মতে, সমাজে দুটি শ্রেনি আছে। যথা: মালিক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণি। মালিক শ্রেণি মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকের শ্রম কিনে নেয়। আর শ্রমিকের শ্রমে যা উৎপাদন হয় তার সবটুকু ভোগ করে। এতে শ্রমিক তার ন্যায্যমূল্য পায় না। এখানে মালিক কোন রকম শ্রম না দিয়ে বড় একটা অংশ ভোগ করে। একে কার্ল মার্কস "উদ্বৃত মূল্য" বলেছেন। যেমন, একজন শ্রমিক ৫০ টাকা দিয়ে একটি কেক বানিয়ে দিল। এটি বানাতে মালিকের আরো ৫০ টাকা খরচ হলো। এখন মালিক কেকটি ২৫০ দামে বিক্রি করলো এবং ১৫০ টাকা নিজের পকেটে নিল। অথচ এই টাকাতে তার শ্রম অনেক কম কিন্তু পেল বেশি। কার্ল মার্কস পন্যের এই অতিরিক্ত মূল্যকে বলেছেন, উদ্বৃত মূল্য।

প্রয়োগ:

গ) উদ্দীপকের ঘটনা কার্ল মার্কসের "শ্রণি সংগ্রাম তত্ত্ব"কে নির্দেশ করে।

★শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্ব: কার্ল মার্কসের মতে, সমাজে দুটি শ্রেনি আছে। যথা: মালিক শ্রেণি ও অমালিক শ্রমিক শ্রেণি। মালিক শ্রেণি সব সময় ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা নিজেদের কাছে রাখতে চায়। আর অমালিক শ্রমিক শ্রেণি নিজেদের শ্রম দিয়ে উৎপাদন করে কিন্তু ন্যায্যঅধিকার পায় না। ফলে তাদের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ কাজ করে। এক সময় তারা সংগঠিত হয় এবং সংগ্রাম করে। তখন সমাজে দুটি শ্রেণির প্রকাশ পায়। আর দুটি শ্রেনির মধ্যে সংগ্রাম চলতে থাকে। এক সময় মালিক শ্রেণির পরাজয় হয়। শ্রমিক শ্রেণী তাদের অধিকার লাভ করে। কার্ল মার্কসের এই আলোচনাকে "শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্ব" বলা হয়।

উচ্চতর দক্ষতা-

ঘ) ★কার্ল মার্কসের সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব (দ্বান্দ্বিক মতবাদ): কার্ল মার্কসের মতে, সমাজের দুটি কাঠামো রয়েছে। একটি হলো, মৌল কাঠামো। এটি দ্বারা সমাজের উৎপাদন ব্যেবস্থাকে বোঝানো হয়। আর অন্যটি হলো, উপরি কাঠামো। এটি হলো উৎপাদন ব্যিবস্থা ছাড়া সমাজে আর যত ব্যবস্থা আছে সব গুলোকে একসাথে উপরি কাঠামো বলা হয়। যেমন, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা , আইন ইত্যাদি হলো উপরি কাঠামো। মার্কসের মতে, উপরি কাঠামো সব সময় মৌল কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মৌল কাঠামো পরিবর্তন হলে বা উৎপাদন ব্যিবস্থায় পরিবর্তন হলে উপরি কাঠামো বা ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও পরিবর্তন আসে। তার মতে, এভাবে আদিম সমাজ থেকে দাস সমাজ। দাস সমাজ থেকে সামন্ত সমাজ। সামন্ত সমাজ থেকে শিল্প সমাজের জন্ম হয়েছে। এবং সমাজের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ও আইন কানুনের পরিবর্তন হয়েছে। অতএব মার্কসের মতে, সমাজ পরিবর্তন হলো সমাজের মৌল কাঠামোর পরিবর্তন বা উৎপাদন প্রনালীর পরিবর্তন।

মডেল প্রশ্ন ০৫

পাঠ- ১০, ১১ (ম্যাক্স -ওয়েবার)

অধ্যাপক আসিফ স্যার সমাজবিজ্ঞান ক্লাসে একজন বিখ্যাত মনীষীর জীবনকর্ম সম্পর্কে আলোচনাকালে বলেন, এ মনীষী মনস্তত্ত্বভিত্তিক সমাজবিজ্ঞানের ধারার অন্যতম ধারক ছিলেন এবং তিনি প্রথম জীবনে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তী সময় সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন।

ক) অগাস্ট কোঁত কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

খ) স্পেন্সার কিভাবে সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

গ) আসিফ স্যারের বক্তব্যে যে সমাজবিজ্ঞানীর পরিচয় ফুটে উঠেছে তার সামাজিক ক্রিয়াতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

ঘ) ওই সমাজবিজ্ঞানীর আদর্শ নমুনা তত্ত্বটি উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) অগাস্ট কোঁত ১৭৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

খ) হার্বার্ট স্পেন্সার সাদৃশ্য স্থাপনের মাধ্যমে সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্পেন্সারের মতে, প্রতিটি সমাজ হলো জীবদেহের মতো একটি চলমান সত্তা। প্রতিটি জীব যেমন তার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ দ্বারা সম্পর্কিত ক্রিয়ার মাধ্যমে জীবদেহকে সচল রাখে, তেমনি সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্নমুখী কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজকে টিকিয়ে রাখে।

গ) আসিফ স্যারের বক্তব্যে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি শ্রেণিকক্ষে যে মনীষীর কথা বলেছেন, প্রথম জীবনে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তী সময় সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। এ ছাড়া তিনি ছিলেন মনস্তত্ত্বভিত্তিক সমাজবিজ্ঞানের ধারার অন্যতম ধারক। এই আলোচনা ম্যাক্স ওয়েবারকে নির্দেশ করে।

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, সামাজিক ক্রিয়া হলো সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু। তিনি সামাজিক ক্রিয়া বলতে মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। তিনি মানব ক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন : যথা—যৌক্তিক ক্রিয়া, ভাবগত ক্রিয়া ও ঐতিহ্যগত ক্রিয়া। তার যৌক্তিক ক্রিয়া মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত একটি বিষয়। অন্যদিকে ভাবগত ক্রিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্তির আবেগ দ্বারা নির্ধারিত হয়। আর ঐতিহ্যগত ক্রিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উভয়ই সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি, লোকাচার ইত্যাদি দ্বার নির্ধারিত হয়ে থাকে।

তাই বলা যায়, ম্যাক্স ওয়েবারের সামাজিক ক্রিয়াতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের এক অন্যতম অংশ।

ঘ) উদ্দীপক দ্বারা ইঙ্গিতকৃত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের আদর্শ নমুনা তত্ত্বটি উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করা হলো।

আদর্শ নমুনা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতাকে অনুধাবন করার প্রচেষ্টা ওয়েবারের সমাজবিজ্ঞানের একটি মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি সমাজ অধ্যয়নে আদর্শ নমুনাকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ওয়েবারের সামাজিক প্রপঞ্চ আলোচনা করতে গিয়ে আদর্শ নমুনা প্রয়োগ করেছেন। তবে এ আদর্শ নমুনা সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা এটি গবেষকের মনে থাকে। আদর্শ নমুনা দ্বারা সামাজিক সমস্যা বোধগম্য হয়ে ওঠে। তাঁর মতে, সামাজিক কোনো ঘটনার ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করতে হলে প্রথমে সেই ঘটনার বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং একটি কাল্পনিক রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। এরপর দেখতে হবে এর সঙ্গে বাস্তবতার কতটুকু মিল বা অমিল রয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, ম্যাক্স ওয়েবারের আদর্শ নমুনার মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতা অনুধাবন করা যায়। তাই এটি সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

বি:দ্র: শিক্ষার্থীরা

★মূল পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে পড়ে নিবে।

★মূল পাঠ্যবইয়ের সকল এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে পড়ে নিবে।

★এই অধ্যায়ের কোন বিষয় না বোঝলে ইয়েলো বুকে দেয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে জেনে নিবে।

★করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে। করোনায় আক্রান্ত হলে ফোন কল করে জানাবে।